আদম এবার ধরা পড়েছে

কর্ণফুলী রিপোর্ট

প্রতারণা মামলার সাজা ও দায় থেকে বাঁচতে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এক অস্ট্রেলীয় নাগরিক এক রিকশাওয়ালাকে আদালতে আত্মসমর্পণ করিয়ে জেলে পাঠানোর গোপন রহস্য সম্প্রতি ফাঁস হয়ে গেল ঢাকার সিএমএম আদালতে। প্রতারক নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ থানার সেকুপুরের বাসিন্দা আব্দুর রউফের পুত্র মাসুদ আহমেদ খান শিবলী। অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক হিসেবে তার পাসপোর্ট নম্বর ০৬৭৯৪০১। সে কিশোরগঞ্জ জেলার রিকশাচালক আবুল হাসেমকে মাসুদ আহমেদ খান শিবলী পরিচয় দিয়ে কিশোরগঞ্জ থানায় তার (মাসুদের) বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি প্রতারণার মামলায় কিশোরগঞ্জ জেলার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করায়। ওই মামলায় শিবলী ও তার স্ত্রী পান্নার বিরুদ্ধে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডাদেশ রয়েছে। গত ২৮ ডিসেম্বর আপিলের শর্তে শিবলী টাকার বিনিময়ে এ আবুল হাসেমকে ওই আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চান। কিশোরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট আবু তাহের সাঈদ তার জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে জেলে পাঠিয়ে দেন। গতকাল আবুল হাসেম আদালতে এ তথ্য ফাঁস করে দিলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রিকশাওয়ালা মাসুদ আহমেদ খান আদালতে বলেন, আমি আবুল হাসেম, আমি মাসুদ আহমেদ খান শিবলী নই। টাকার বিনিময়ে আমি এ কাজ করেছি।

সুত্র: দৈনিক নয়া দিগন্ত

পুনশ্চ:

প্রায় একযুগ আগে বাংলাদেশী আরেক কুখ্যাত আদম ব্যবসায়ী প্রচুর বাংলাদেশীকে সর্বসান্ত করে থাইল্যান্ড এর রাজধানী ব্যাংকক থেকে সস্ত্রীক পালিয়ে এসে মিথ্যা গল্প ফেঁদে আশ্রয় প্রার্থনা (রিফুজি ভিসা) করে এখন নাগরিকত্ব নিয়ে অষ্ট্রেলিয়াতে বেশ সুখে ও নিরাপদে অবস্থান করছে। তবে প্রতারনার দায়ে এই ফেরারী 'আদম সাংবাদিক' উপরে উল্লেখিত প্রতারক আবুল হাসেম মাসুদের মত দেশে যাওয়ার সাহস করে না। গত এক যুগে উক্ত 'আদম সাংবাদিক' তার মনিব বি. চৌধুরী তাকে নিরাপত্তা প্রদানের আশ্বাস দেয়ার পর দীর্ঘদিন পর শুধুমাত্র একবার সংক্ষিপ্তভাবে নিজ বাসভুমি দর্শনে সে গিয়েছিল। কিন্তু নিজ উপজেলায় ১৯৮৬ সনের পর সে কোনদিন যায়নি, কারন পদ্মপাড়ের কিছু দুর্ধষ্য নওজোয়ান জিঘাংসার আক্রোশে আজো তার পথপানে চেয়ে আছে। এদিকে তার আগমনের কথা শুনে ব্যংককে ক্ষতিগ্রস্থ ও লুণ্ঠিত কয়েকজন তরুন ঢাকার রমনা ও মতিঝিল থানায় তার বিরুদ্ধে প্রতারনার মামলা দায়ের করে। মামলার পর থেকেই পুলিশের গোয়েন্দা শাখা হন্যে হয়ে ঐ আদম সাংবাদিককে ঢাকায় খুঁজতে শুরু করে দেয়। নিজ গ্রামে আশির দশকের মাঝামাঝি একজন সংখ্যালঘু নারীর সম্ভ্রমহানীর সেই পুরনো মামলার (রেপ কেস) সাথে নুতন করে প্রতারনার মামলা যোগ হওয়ায় সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে উক্ত আদম সাংবাদিক। জোট সরকারের প্রেসিডেন্ট বি. চৌধুরীর বাসায় আশির দশকে টানা প্রায় পাঁচ বছর ভৃত্য হিসেবে কাজ করতো এই আদম সাংবাদিক। তাই বি. চৌধুরী তার প্রতি সহানুভুতিশীল হয়ে তাকে তড়িঘড়ি দেশ থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দেয় এবং পুনরায় আর যেন বাসভুমিতে ফিরে না আসে সে জন্যে তাকে সতর্ক করে দেন। দেশ থেকে তাড়া খেয়ে তাই উক্ত প্রতারক আদম-সাংবাদিক আর কখনো ঘরমুখো হয়নি। বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকার সম্প্রতি বাংলাদেশে গত আড়াই দশকের চিহ্নীত যে আদম-দালালদের তালিকা তৈরী করেছে তাতে অষ্ট্রেলিয়ায় পালিয়ে থাকা উক্ত আদম সাংবাদিকের নাম শীর্ষ দশজনের মধ্যে আছে বলে একটি বিশ্বস্তসুত্র থেকে জানা গেছে। আগামীতে ঢাকা থেকে উক্ত আদম-সাংবাদিক সম্পর্কে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আরো কোন তথ্য পেলে কর্ণফুলী তা প্রমান সাপেক্ষে প্রচার করবে।